



12601 - যবে ব্যক্তি জুমার নামাযেরে শেষে বঠেক পাবে, তার করণীয় কী?

প্রশ্ন

কোনো মুসলমি যদি জুমার নামাযেরে শুধু শেষে বঠেক পায়, সে কী করবে? যদি মুসলমিকে নামাযে আসতে বাধা দেয়া হয় কিংবা কিংবা তার ইচ্ছার বাহরিতে কোন কারণে দরী হয়ে যায়; যমেন: সে যে বাসে চড়ছেলি সটো অচল হয়ে গেলে, এতে কিতার পাপ হবে? সে যে সমস্ত নকী বা দোয়া কবুলরে মুহূর্তগুলো বা অনুরূপ কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলি, সেগুলো কি পাবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইমামেরে সাথে এক রাকাত পলেই জুমার নামায পাওয়া হয়। এক রাকাত পতে হলে ইমামেরে সাথে রুকু পতে হবে। তাই কটে যদি দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম রুকু থেকে উঠার আগে নামাযে যোগ দিতে পারে, তাহলে তার নামায পাওয়া হল। এমতাবস্থায় ইমাম সালাম ফরোনোর পর সে তার নামায পরপূর্ণ করবে। অর্থাৎ সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে রাকাতটি বাকি আছে সটে পড়ে নবি।

আর যদি ইমাম দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠার পর কটে নামাযে যোগ দেয়, তাহলে তার জুমার নামায ছুটে গেলে; সে জুমার নামায পলে না। সক্ষেত্রে ঐ নামাযটিকে যোহররে নামায হিসেবে পড়তে হবে। অর্থাৎ ইমাম সালাম ফরোনোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার নামাযটিকে যোহররে নামায হিসেবে চার রাকাতে পরপূর্ণ করবে; জুমার নামায হিসেবে নয়। এটা অধিকাংশ আলমে তথা মালকে, শাফয়ী ও আহমদ রাহমিহুমুল্লাহুর মায়হাব। দেখুন: নববীর ‘আল-মাজমূ’ (৪/৫৫৮)। তারা এর পক্ষে তারা বশে কিছু দলীল পশে করছেন; যথা:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে বাণী, ‘যবে ব্যক্তি নামাযেরে এক রাকাত পলে, সে নামায পলে।’ [বুখারী (৫৮০) ও মুসলমি (৬০৭)]।

২- নাসাঈ বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘কটে যদি জুমা বা অন্য কোনো নামাযেরে এক রাকাত পায়, সে যনে এর সাথে আরকে রাকাত যোগ করে নেয়। এভাবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।’ [আলবানী হাদীসটিকে তার ‘ইরওয়া’ বইয়ে (৬২২) সহীহ বলছেন]

নজি ইচ্ছার বাহরিরে কোন ওজররে কারণে একজন মানুষ যদি নামায না পায়; যমেনটি প্রশ্নকারী প্রশ্ননে বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করছেন কিংবা অনুরূপ কোনো ওজর; যমেন- ঘুম বা ভুলে যাওয়া; তাহলে তার কোনো পাপ হবে না। কারণ



আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা কোনও ভুল করে ফলেলে তোমাদের কোনও পাপ নই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।” [আহযাব: ৫] এমন ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামায ছাড়েনি।

আরও কারণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আল্লাহ আমার উম্মতেরে ভুল, বসিমুতি এবং বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয়; তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।” [ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং শাইখ আলবানী তার ‘ইরওয়া’ বইয়ে (৮২) হাদীসটি সহীহ বলছেন।]

এই ক্ষেত্রে যদা নামায পড়ার ব্যাপারে তার দৃঢ় সংকল্প থেকে থাকে; যদা না তার ওজরটি ঘটত; তাহলে সে পূর্ণ নকী পাবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “সকল আমল নয়িত দ্বারা মূল্যায়িত হয়। প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সটোই তার পাপ্য।” [বুখারী (১) ও মুসলমি (১৯০৭)]

আরও কারণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফরোর সময় সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, “মদীনায় এমন কিছু মানুষ আছে; যারা তোমরা যে পথ চলছে ও যে উপতক্যা অতিক্রম করছে এর নকীতে তোমাদের সাথে অংশীদার। অসুস্থতা তাদেরকে (মদীনায়) আটকে রেখেছে।” [মুসলমি (১৯১১)]

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।